৩

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার-২য় পর্যায় (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প

শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমীক্ষক
প্রকৌশলী মোঃ আবদুল মজিদ

জুন,২০১৫

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার-২য় পর্যায় (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প

ব্যক্তি পরামর্শক

প্রকৌশলী মোঃ আবদুল মজিদ

আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

কাজী জাহাঙ্গীর আলম
মহাপরিচালক

সুফিয়া যাকারিয়া
পরিচালক

মিল্টন বিশ্বাস
সহকারী পরিচালক

শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমীক্ষক
প্রকৌশলী মোঃ আবদুল মজিদ

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

ADP	-	Annual Development Program
CPTU	-	Central Procurement Technical Unit
DPP	-	Development Project Proforma
DPEO	-	District Primary Education Officer
DG	-	Director General
DGPED	-	Director General & Primary Education Director
ERD	-	Economic Relations Division
EE	-	Executive Engineer
FGD	-	Focus Group Discussion
GOB	-	Government of Bangladesh
IMED	-	Implementation Monitoring & Evaluation Division
IDA	-	International Dev. Agency
MOPME	-	Ministry of Primary & Mass education
NCB	-	National competitive Bidding
OTM	-	Open Tendering Method
PSC	-	Project Steering Committee
PCT	-	Procurement core Team
PD	-	Project Director
PPA	-	Public Procurement Act
PPR	-	Public Procurement Rules
STD	-	Standard Tender document
SMC	-	School Management Committee
TOR	-	Term of Reference
UEO	-	Upazila Education Officer

ঃ সূচীপত্র ঃ

			পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়		**প্রকল্প পরিচিতি**	১-৩
	১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
	১.২	প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন পর্যায়	১
	১.৩	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	১
	১.৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
	১.৫	প্রকল্প এলাকা	২
	১.৬	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	২
	১.৭	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	২
	১.৮	প্রকল্পের বর্তমান বাস্তবায়ন পর্যায়	৩
	১.৯	বছরভিত্তিক ডিপিপি, মূল এডিপি ও সংশোধিত এডিপিব অনুযায়ী বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়		**নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম**	৪-৬
	২.১	প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা	৪
	২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদেদশ্য	৪
	২.৩	ব্যক্তি পরামর্শকের কার্য পরিধি (TOR)	৪
	২.৪	নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপরিকল্পনা	৫-৬
তৃতীয় অধ্যায়		**সমীক্ষা পদ্ধতি**	৭-৯
	৩.১	উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি	৭
	৩.২	নমুনা আকার এবং নমুনায়ন	৭
	৩.৩	উপাত্ত সংগ্রহকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ	৮
	৩.৪	উপাত্ত সংগ্রহ কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান	৮
	৩.৫	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	৮
	৩.৬	পরিদর্শন	৯
	৩.৭	উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন	৯
চতুর্থ অধ্যায়		**প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি**	১০-১২
	৪.১	প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১০
	৪.২	অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ	১১
	৪.২.১	জনবল	১১
	৪.২.২	কনটিনজেন্সি	১১
	৪.২.৩	মেশিনারীজ এন্ড ইকুইপমেন্ট	১১
	৪.২.৪	৫৬০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ	১১
	৪.২.৫	প্রফেসনাল ফি	১১
	৪.২.৬	প্রাইস এস্কেলেশন	১১
	৪.৩.৭	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি ফি	১১
	৪.৩	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	১২

পঞ্চম অধ্যায়		**সমীক্ষার ফলাফল**	১৩-২০
	৫.১	পূর্ত ও সরবরাহ কাজের গুণগত মান	১৩
	৫.১.১	নির্বাহী প্রকৌশলী (এলজিইডি) হতে প্রাপ্ত তথ্য	১৩
	৫.১.২	উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) হতে প্রাপ্ত তথ্য	১৩
	৫.২	ক্রয় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ তথ্য	১৪-১৬
	৫.৩	ভৌত কাজের গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্য	১৬-১৭
	৫.৪	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হতে প্রাপ্ত তথ্য	১৮
	৫.৪.২	বিগত ৪ বছরে সমাপনী পরীক্ষার তথ্য	১৯
	৫.৪.৩	আসবাবপত্রের গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্য	১৯
	৫.৪.৪	প্রধান শিক্ষকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য	২০
	৫.৪.৫	ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে তথ্য	২০
৬ষ্ঠ অধ্যায়		**Focus Group Discussion (FGD)**	২১
	৬.১	ফোকাস গ্রুপ-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য	২১
	৬.২	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও সার্বিক মতামত	২১
সপ্তম অধ্যায়		**প্রকল্পের সবল দিক ও দুর্বল দিক**	২২-২৫
	৭.১	প্রকল্পের সবল দিক	২২
	৭.২	প্রকল্পের দুর্বল দিক	২২-২৫
অষ্টম অধ্যায়		**সুপারিশমালা**	২৬
		উপসংহার	২৭
		প্রকল্প পরিচালকগণের নাম	পরিশিষ্ট-১
		পূর্ত ও সরবরাহ কাজের গুণগত মান সম্পর্কে নির্বাহী প্রকৌশলীর তথ্য	পরিশিষ্ট-২
		বিদ্যালয় ভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	পরিশিষ্ট-৩
		ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা	পরিশিষ্ট-৪
		ভৌত ও সরবরাহ কাজের গুণগতমান	পরিশিষ্ট-৫
		পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR)	পরিশিষ্ট-৬
		জরীপের জন্য প্রশ্নমালাসমূহ	পরিশিষ্ট-৭
		টেস্ট রিপোর্টসমূহ	পরিশিষ্ট-৮
		ডিজাইন ও স্থাপত্য নক্শাসমূহ	পরিশিষ্ট-৯

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

(Executive Summary)

প্রতি বছর আইএমইডি কর্তৃক এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক প্রকল্পের In-depth Monitoring কাজ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। একই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার (২য় পর্যায়) ৩য় সংশোধিত" শীর্ষক প্রকল্পটি In-depth Monitoring কাজ পরিচালনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্তই হল শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন এবং এ কাজে সাফল্য অর্জনে শিক্ষার প্রারম্ভিক যাত্রা হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক 'সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার- ২য় পর্যায় (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি প্রথমে ১১৮১৮৬.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৬ থেকে জুন,২০১১ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে ডিজাইন পরিবর্তন ও অতিরিক্ত বিদ্যালয় অন্তর্ভূক্তির কারণে প্রকল্পটি তিনবার সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটি ১৬৬৬৯০.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৬ থেকে জুন,২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো- শিক্ষার জন্য সুষ্ঠু ও উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জরাজীর্ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনঃ নির্মাণ করা; সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন; এবং বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো- ৫৬০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণসহ স্যানিটারী ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল স্থাপন করা এবং ৫৬০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২৬৮৮০০ জোড়া উঁচু নিচু বেঞ্চ, ৩৩৬০০টি চেয়ার এবং ২২৪০০টি টেবিল এবং ৫৬০০টি স্টিলের আলমিরা সরবরাহ করা।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য:

(১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অনুসরণ করে বাস্বায়িত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
(২) প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা;
(৩) প্রকল্পের কোন অংগ বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে কিনা তা যাচাই করা এবং বিলম্ব হলে এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা;
(৪) প্রকল্পের অধীনে ভৌত কাজ ও সরবরাহ কাজের মান পরীক্ষা করা এবং দরপত্র দলিলের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;
(৫) প্রকল্পের অধীনে ভৌত নির্মাণ ও সরবরাহ কাজের জন্য দরপত্র দলিল প্রণয়নে সরকারী বিদ্যমান প্রকিউরমেন্ট আইন (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;
(৬) প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সফলতা ও দুর্বলতা (যদি থাকে) চিহ্নিত করা; এবং
(৭) প্রকল্পের দুর্বলতাসমূহ সমাধানে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়ন করা।

ব্যক্তি পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR):

পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্পটির যে সকল কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়েছে-

(১) পরিবীক্ষণ ডিজাইন ও প্রশ্নমালা প্রণয়ন এবং তা টেকনিক্যাল কমিটিতে পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশক্রমে স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে অনুমোদন;

(২) মাঠ পর্যায়ে সুপারভিশন এবং তথ্য সংগ্রহকারীগণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;

(৩) ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন-এর মাধ্যমে তথ্য সংগৃহ;

(৪) সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণপুর্বক সংকলন/একত্রিকরণ করা;

(৫) মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন প্রণয়ন;

(৬) প্রতিবেদনের প্রধান প্রধান প্রাপ্তিসমূহ টেকনিক্যাল কমিটিতে যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা করে স্টিয়ারিং কমিটিতে অনুমোদন করা;

(৭) ওয়ার্কশপের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

সমীক্ষা কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পের প্রধান অংগ হলো - সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনঃনির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা। এখাতে ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৬০৩৪৮.১০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৬.২০%। নমুনাভুক্ত ৭০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৬৯টি বিদ্যালয়ে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার সলকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে , ১৯টি বিদ্যালয়ে সুপেয় পানি প্রাপ্তির সমস্যা, ৭টি বিদ্যালয়ে কিছু কিছু উঁচু-নিচু বেঞ্চ বেঁকে ও ফেটে গেছে , ৭টি বিদ্যালয়ে টয়লেট অকেজো , ৩টি বিদ্যালয়ে জলছাদে পানি জমে আছে, ৬টি বিদ্যালয়ে দরজা -জানালা ভাঙ্গা ও খসে পড়া , ৯টি বিদ্যালয়ের মেঝে দেবে, ফেটে ও আস্তর উঠে গেছে, ৩টি বিদ্যালয়ে দেয়াল, কলাম ও ভিমে ফাঁটা পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিক তুলে ধরা হলো:

প্রকল্পের সবল দিকঃ

১) বিদ্যালয়গুলোতে অন্যান্য বছরের তুলনায় নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে;

২) শিক্ষার পরিবেশে উন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে গমনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে;

৩) বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে;

৪) বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের সংকট অনেকাংশে দূর হয়েছে;

৫) সুপেয় পানির সুব্যবস্থা হয়েছে;

৬) শিক্ষার্থীদের বসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; এবং

৭) টয়লেট সুবিধা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের দুর্বল দিকঃ

১) নির্মিত বিদ্যালয় ভবনগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্মাণ পরবর্তী সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ খাতে কোন আর্থিক সংস্থান না থাকায় ভবনগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

২) পরিদর্শিত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে তিনটি বিদ্যালয় ভবনের ছাদের নিষ্কাশন পাইপসমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়া য় এবং জলছাদে যথাযথ স্লোভ না থাকায় এবং নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে জলছাদ নির্মাণ করায় ছাদে পানি জমে থাকে।

৩) ফ্লোরের নিচে মাটি /বালি Compaction না হওয়া, যথাযথভাবে কিউরিং না করা এবং নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার কারণে কয়েকটি বিদ্যালয়ে মেঝে দেবে গেছে, ফেটে গেছে এবং মেঝের আস্তর উঠে গেছে। যেমন- কুমিল্লার কালীরবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় , সিলেটের জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্র ও মিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার উত্তরপূর্ব পানপট্টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

৪) পরিদর্শিত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কিছু কিছু বিদ্যালয়ে ভবনের দরজা ভেঙ্গে গেছে এবং সঠিকভাবে ফিটিং না করার কারণে দরজা খুলে গেছে।

৫) টয়লেটের দেয়ালে পানি ছোক করা, প্যান ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে ৭টি বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবহার অনুপযোগী।

৬) পরিদর্শিত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২টি বিদ্যালয়ের পানিতে আর্সেনিক , ১টিতে দুর্গন্ধযুক্ত পানি, ১৬টি বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল অকেজো পরিলক্ষিত হয়েছে

৭) বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য সর বরাহকৃত আসবাবপত্রের মধ্যে কিছু কিছু বিদ্যালয়ের উঁচু-নিচু বেঞ্চ-এ ব্যবহৃত কাঠ সীজনিং করা হয়নি, বিধায় বেঁকে/ফেটে গেছে।

৮) ডিপিপিতে মাটি পরীক্ষার সংস্থান না থাকায় মাটি পরীক্ষা ছাড়াই পরিদর্শিত বি দ্যালয়গুলোর মধ্যে ৪৩টি বিদ্যালয়ে মাটি পরীক্ষা ছাড়াই দ্বিতল ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট একতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

৯) প্রকল্পটিতে বর্তমানে ৯ম তম প্রকল্প পরিচালক কর্মরত আছেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হলে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।

১০) নির্মাণ সামগ্রী অনেক ক্ষেত্রে sample test এর নমুনা যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন করে পরীক্ষাগারে প্রেরিত হয়নি।

সুপারিশমালাঃ

১) বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ পরবর্তী সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

২) বিদ্যালয়ে ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন - ছাদের পানি নিষ্কাশন পাইপগুলো প রিষ্কার রাখা, জলছাদে যাতে পানি জমে না থাকে সেজন্য স্লোভ যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩) ফ্লোরের নিচে মাটি /বালি Compaction না হওয়া, যথাযথভাবে কিউরিং না করা এবং নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার কারণে কয়েকটি বিদ্যালয়ে মেঝে দেবে গেছে , ফেটে গেছে এবং মেঝে আস্তর উ ঠে গেছে, যা কাম্য নয়। জরুরীভিত্তিতে প্রকৌশলগত নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় মেরামতের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪) ভবনের দরজায় ব্যবহৃত নষ্ট হওয়া কাঠ পরিবর্তন ও ত্রুটিপূর্ণ ফিটিংস মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে **(পৃষ্ঠা-২৬ অনু: ৭.২.৬)।**

৫) যেসব বিদ্যালয়ে ব্যবহার অনুপযোগী টয়লেট রয়েছে তা শিঘ্রই সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **(পৃষ্ঠা-২৬ অনু: ৭.২.৭)।**

৬) পরিদর্শিত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যেসব বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি পাওয়া গেছে সেসব বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও দুর্গন্ধমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করতে হবে। এছাড়া যে দুটি বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়নি সে সকল বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে **(পৃষ্ঠা-২৬ অনু: ৭.২.৮)।**

৭) বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য সরবরাহকৃত যেসব উঁচু নিচু বেঞ্চ নষ্ট হয়ে গেছে তা মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে **(পৃষ্ঠা-২৭ অনু: ৭.২.৯)।**

৮) মাটি পরীক্ষা ছাড়া ভবন নির্মাণ ঝুঁকিপূর্ণ। ভবিষ্যতে ভবন নির্মাণের পূর্বে মাটির ধারণক্ষমতা নিরুপণ করে ভবন নির্মাণ করতে হবে।

৯) ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের অন্তরায়। তাই ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করা বাঞ্ছনীয় হবে।

১০) নির্মাণ সামগ্রীর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নমুনা অনুমোদিত কর্মকর্তার মাধ্যমে পরীক্ষাগারে প্রেরণ সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে।

১১) ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পের নক্সা প্রণয়নের সময় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য RAMP নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১২) বৈদ্যুতিক সংযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নবনির্মিত ফুলবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটিতে বৈদ্যুতিক কাজ করা হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্পের শুরুতেই বৈদ্যুতিক কাজ প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৩) প্রকল্পটির বারবা র মে য়াদ বৃদ্ধি /সংশোধন না করে একা ধিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা যে তো **(পৃষ্ঠা-২৭ অনু: ৭.২.১২)।**

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ৫৬০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার করে শিক্ষার মান উন্নয়নে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রকল্পটিও উদ্দেশ্য প্রতিপালন করে যাচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পটি এ পর্যন্ত তৃতীয়বার সংশোধন করা হয়েছে যা এ ধরনের একটি সহজ নির্মাণধর্মী প্রকল্পের জন্য অনভিপ্রেত। প্রকল্প পরিচালক ও এলজিইডি উভয়ের মধ্যে অংগভিত্তিক কাজে সমন্বয় করে সিপিএম অনুসরণ করে কাজের মান বজায় রেখে বাকী কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে নির্ধারিত মেয়াদকাল অর্থাৎ জুন , ২০১৬ এর মধ্যে যাবতীয় কাজ সম্পাদনপূর্বক প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি প্রাথমিক শিক্ষার মান ও হার উভয়ক্ষেত্রে সুফল আনয়নে অবদান রাখবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ জন্য গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের কাজসমূহ সম্পাদনের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় , অধিদপ্তর, এলজিইডি ও প্রকল্প পরিচালকের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে সিপিএম অনুসরণ করে প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদ জুন,২০১৬-এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্প পরিচিতি

১.১ প্রকল্পের পটভূমি ঃ

সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের এই ক্রমবর্ধমান বিদ্যালয়গামী ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় আনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এবং ৮৫৫১১৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ১৯৯৪ থেকে জুন, ২০০৬ সময়কাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে এলজিইডি কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশে অবস্থিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামোর বাস্তব অবস্থার উপর জরীপ কাজ পরিচালনা করা হয়। এ জরীপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যাপক পুনঃনির্মাণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হলেও দেশের আরও প্রায় ৯,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম ধ্য হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৫, ১০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কারের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত "সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়।

১.২ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন পর্যায়ঃ

প্রকল্পটি মোট ১১৮১৮৬.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬-১০-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার আলোকে টাইপ ডিজাইন পরিবর্তনসহ নির্মিতব্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটি প্রথমবার গত ৩০-০৯-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১৩৯৬২৩.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদের বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়। কতিপয় কারণে পুনরায় সংশোধনের জন্য প্রকল্পটি গত ১২-১০-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় ১ম সংশোধিত ব্যয় ১৩৯৬২৩.৫৫ লক্ষ টাকা অপরিবর্তিত রেখে জুলাই,২০০৬ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে প্রকল্পের ২য় সংশোধনের জন্য সুপারিশ করা হয় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং ১৬-১০-২০১১ তারিখে ২য় সংশোধনীর পক্ষে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

পরবর্তীতে আরও ৫০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রকল্পের আওতায় এনে প্রকল্পভুক্ত মোট বিদ্যা লয়ের সংখ্যা ৫৬০০টি নির্ধারণপূর্বক প্রকল্প ব্যয় ১৬৬৬৯০.৬০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই,২০০৬ থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করে তৃতীয় সংশোধন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৭ সেপ্টেম্বর,২০১৪ তারিখে "সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার-২য় পর্যায় (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

১.৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্পটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ-এর মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মনিটরিং ও পর্যালোচনার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংস্থা পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করা হয়েছে । প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত ৯ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে জনাব মোঃ এনায়েত হোসাইন, যুগ্ম-সচিব প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন (প্রকল্প পরিচালকগণের তালিকা **পরিশিষ্ট –১)**।

১.৪ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ**

(ক) শিক্ষার জন্য সুষ্ঠু ও উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জরাজীর্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনঃনির্মাণ করা;

(খ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন; এবং

(গ) বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ করা।

১.৫ **প্র কল্প এলাকাঃ**

সমগ্র বাংলাদেশে ৭টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৮৩টি উপজেলায় প্রকল্পের (তৃতীয় সংশোধনী অনুসারে) সর্বমোট ৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ/সংস্কার ২য় পর্যায় (৩য় সংশোধনী)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে।

১.৬ **প্র কল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) ৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ করা;

(খ) ৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন;

(গ) ৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন;

(ঘ) ৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২৬৮৮০০ জোড়া উঁচু নিচু বেঞ্চ, ৩৩৬০০ টি চেয়ার এবং ২২৪০০টি টেবিল সরবরাহকরণ এবং

(ঙ) ৫৬০০টি স্টিলের আলমিরা সরবরাহ করা।

১.৭ **(ক) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদঃ**

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব (জিওবি) অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় এবং বাস্তবায়নকালের তথ্য নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুসারে প্রকল্প বিবরণ	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়		বাস্তবায়ন মেয়াদ	
	মোট	জিওবি	শুরু	সমাপ্তি
মূল	১১৮১৮৬.৬০	১১৮১৮৬.৬০	জুলাই-২০০৬	জুন,২০১১
১ম সংশোধিত	১৩৯৬২৩.৫৫	১৩৯৬২৩.৫৫	জুলাই-২০০৬	জুন,২০১২
২য় সংশোধিত	১৩৯৬২৩.৫৫	১৩৯৬২৩.৫৫	জুলাই-২০০৬	জুন,২০১৪
৩য় সংশোধিত	১৬৬৬৯০.৬০	১৬৬৬৯০.৬০	জুলাই-২০০৬	জুন,২০১৬

১.৮ **প্রকল্পের বর্তমান বাস্তবায়ন পর্যায় :**

প্রকল্পের আওতায় মোট ৫৬০০টি বিদ্যালয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, মে, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৩৭১৪৭.৯৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৮২.২৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৩.৭৫%।

১.৯ **বছরভিত্তিক ডিপিপি, মূল এডিপি ও সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপঃ**

বছর	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	মূল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০০৬-০৭	৫২২১.২১	১৪.০০	৫.০০	৪.০৭
২০০৭-০৮	৩৪৮৫৪.৭১	১০৮৬৫.০০	৮১৩৫.০০	৭৮৪১.৯৮
২০০৮-০৯	৩৪৮৫৪.৭৮	১৩০০০.০০	৮০৩৬.০০	৮০০৪.৮১
২০০৯-১০	৩৫৯১৬.৫২	১৮০০০.০০	১৭১১৮.০০	১৭০৬৭.২১
২০১০-১১	৭৩৩৯.৪৫	২৭৫০০.০০	২৫০০০.০০	২৪৯৩৬.২৫
২০১১-১২	--	৩৯৮৮৫.০০	৪৫৩৮৫.০০	৪৫০৪২.১৫
২০১২-১৩	--	২০০০০.০০	১৯২৭৯.০০	১৯০১৩.৭৬
২০১৩-১৪	--	১৭০০০.০০	১০০০০.০০	৯৮৬৯.৬১
২০১৪-১৫	--	৭৭১৪.০০	৫৫০০.০০	২১৯৫.২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

২.১ **প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কাজ পরিচালনা :**

প্রতি বছর আইএমইডি কর্তৃক এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্য হতে প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক কিছু সংখ্যক প্রকল্পের In-depth Monitoring কাজ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। একই ধারাবাহিকতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার-২য় পর্যায় (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি In-depth Monitoring কাজ পরিচালনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

২.২ **নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য (Objective of the assignment) :** নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার মূল উদ্দেশ্যাবলী ছিল নিম্নরূপ:

(১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করা;

(২) প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পরীক্ষা ও পুনঃবিবেচনা করা;

(৩) প্রকল্পের কোন অংগ বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে কি না তা যাচাই করা এবং বিলম্ব হলে এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা;

(৪) প্রকল্পের অধীনে ভৌত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের মান পরীক্ষা করা ও দরপত্র দলিল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা;

(৫) প্রকল্পের অধীনে সকল ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধান (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-০৮) অনুসরণ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা করা;

(৬) প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সফলতা ও দুর্বলতা (যদি থাকে) চিহ্নিত করা; এবং

(৭) প্রকল্পের দুর্বলতাসমূহ সমাধানে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়ন করা।

২.৩ **ব্যক্তি পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR):** পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্পটির যে সকল কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়েছে-

(১) পরিবীক্ষণ ডিজাইন ও প্রশ্নমালা প্রণয়ন এবং তা টেকনিক্যাল কমিটিতে পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশক্রমে স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে অনুমোদন;

(২) মাঠ পর্যায়ে সুপারভিশন এবং তথ্য সংগ্রহকারীগণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;

(৩) ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন-এর মাধ্যমে তথ্য সংগৃহ;

(৪) সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক সংকলন/একত্রিকরণ করা;

(৫) মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন প্রণয়ন;

(৬) প্রতিবেদনের প্রধান প্রধান প্রাপ্তিসমূহ টেকনিক্যাল কমিটিতে যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা করে স্টিয়ারিং কমিটিতে অনুমোদন করা;

(৭) ওয়ার্কশপের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপরিকল্পনা:

বিষয়	জানুয়ারী ২০১৫				ফেব্রুয়ারী,২০১৫				মার্চ,২০১৫				এপ্রিল,২০১৫				মে,২০১৫			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১. ব্যক্তি পরামর্শকের সাথে আইএমইডির চুক্তি স্বাক্ষর																				
২. প্রকল্পের ডকুমেন্টসমূহ নিরীক্ষণ/ পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সংগে পর্যালোচনা																				
৩. ইনসেপশন রিপোর্ট পেশ																				
৪. টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠান																				
৫. স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান																				
৬. তথ্য সংগ্রহকারী নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান																				
৭. তথ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ																				
৮. পরামর্শক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও কাজের গুণগত মান তত্ত্বাবধান ও যাচাই বাছাই করে ত্রুটিসমূহ শনাক্তকরণ																				
৯. তথ্য সংকলন , তথ্য নিয়ন্ত্রণ , বিশ্লেষণ, সমষ্টিকরণ;																				
১০. টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠান																				
১১. স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান																				
১২.খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন কর্মশালায় উপস্থাপন																				
১৩. খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন																				
১৪. চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন																				

এছাড়া ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী মা ঠ পর্যায়ের কাজ পরিচালনা করা হয়। পরামর্শক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কার্য পরিচালনায় অফিস ও পরিদর্শিত বিদ্যালয়সমূহঃ

ক্র: নং	তারিখ	পরিদর্শনের স্থান			বিদ্যালয়ের নাম
		বিভাগ	জেলা	উপজেলা	
১.	০৭ এপ্রিল,২০১৫ থেকে ১৭ এপ্রিল, ২০১৫	ঢাকা	ঢাকা জেলা	সাভার	১. রেডিও কলোনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
					২. ফুলবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
					৩. চাকুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
					৪. মানিকচন্দ্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
					৫. আসুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
				কেরানীগঞ্জ	৬. আগারনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
					৭. কুন্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
					৮. বরইকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
					৯. চারিগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় *
					১০. নয়াবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২.	১৮ থেকে ২১ এপ্রিল, ২০১৫	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	১১. কাতানকান্দি দক্ষিণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩.	২২, এপ্রিল, ২০১৫	খুলনা	যশোর	ঝিকরগাছা	১২. গুলবাগপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪.	২৩, এপ্রিল, ২০১৫	খুলনা	যশোর	ঝিকরগাছা	১৩. অভয়নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫.	২৪, ২৫ ও ২৬ এপ্রিল,২০১৫	বরিশাল	বরিশাল	সদর	১৪. গোপেরহাট দ: বাসুন্দিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬.	২৭, ২৮ ও ২৯ এপ্রিল, ২০১৫	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	সদর	১৫. ১৪ নম্বর আলীতলা
৭.	৩০ এপ্রিল, - ৪ মে,২০১৫	রংপুর	রংপুর	সদর	১৬. মিস্ত্রারীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮.	৫, ৬ ও ৭ মে,২০১৫	সিলেট	সিলেট	সদর	১৭. জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

এছাড়া আইএমইডি কর্তৃক নিয়োগকৃত ৫ জন তথ্য সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে ১৪টি জেলার ২৬টি উপজেলার ৬০টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সমীক্ষা পদ্ধতি (Methodology)

৩.১ উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতিঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে প্রকল্প সম্পর্কিত উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহের জন্য Quantitative (সংখ্যাগত) ও Qualitative (গুণগত) উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। Quantitative উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রকল্প সুবিধাভোগী অর্থাৎ নমু নাভুক্ত প্রা থমিক বিদ্যালয়ের প্রধা ন শিক্ষকগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে Structured প্রশ্নমালার সাহায্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে Qualitative পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালককে In-depth সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্য মে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ৮টি Focus Group Discussion (FGD) পরিচালনা করা হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উভয় ধরনের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে নির্দিষ্ট ছকে এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে নমুনা ভিত্তিতে বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পভুক্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যা লয়ের প্রধান শিক্ষক ও ছাত্র -ছাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাগণের নিকট হতে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া, সেকেন্ডারী উপাত্ত হিসেবে প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন, আইএমইডি 'র পরিদর্শন প্রতিবেদন ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

৩.২ নমুনা আকার এবং নমুনায়ন (Sample Size & Sampling):

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের Terms of Reference (ToR) অনুযায়ী দেশের ৭টি বিভাগের প্রতিটি বিভাগ থেকে ২টি করে জেলা হিসেবে ১৪টি জেলা, প্রতিটি জেলা থেকে ২টি করে উপজেলা হিসেবে ২৮টি উপজেলা এবং প্রতিটি উপজেলা থেকে কমপক্ষে ২টি করে বিদ্যালয় মোট ৫৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে নমুনাভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ঢাকা বিভাগ থেকে ১০টি ও চট্টগ্রাম বিভাগ হতে ৪টি করে মোট ১৪টি বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত করে নমুনাভুক্ত বিদ্যালয় সংখ্যা ৭০টিতে উন্নীত করা হয়। নমুনায়নের ক্ষেত্রে Multistage sampling method অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ১ম ধাপে নমুনাভুক্ত জেলাকে Primary sampling unit হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী ধাপে নমুনাভুক্ত উপজেলাসমূহকে secondary sampling unit হিসেবে বিবেচনায় আনা হয় এবং সর্বশেষ নমুনাভুক্ত বিদ্যালয়গুলোকে ultimate Sampling unit হিসেবে ধরা হয়। নমুনাভুক্ত বিদ্যালয়ের বিস্তারিত তথ্য নিম্নের সারণীতে সন্নিবেশ করা হলঃ

সারণী-১: নমুনার আকার

ক্র: নং	বিভাগ	পরিদর্শনের আওতাভুক্ত জেলার সংখ্যা	পরিদর্শনের আওতাভুক্ত উপজেলা সংখ্যা	পরিদর্শনের আওতাভুক্ত বিদ্যালয় সংখ্যা
১	ঢাকা	২	২	১৮
২	চট্টগ্রাম	২	২	১২
৩	রাজশাহী	২	২	৮
৪	খুলনা	২	২	৮
৫	সিলেট	২	২	৮
৬	বরিশাল	২	২	৮
৭	রংপুর	২	২	৮
মোট	**৭ টি**	**১৪টি**	**২৮টি**	**৭০টি**

৩.৩ উপাত্ত সংগ্রহকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:

মোট ৫ জন তথ্যসংগ্রহকারী মাঠ পর্যায়ে তথ্য /উপাত্ত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রী নির্ধারণ করা থাকলেও তারা প্রত্যেকেই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ছিলেন। তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের শুরুতে তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে তথ্য সংগ্র হের জন্য প্রণীত সকল প্রশ্নমালার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাদেরকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মূল বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ:

(১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ও কার্যক্রম;
(২) তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও সম্ভাব্য উদ্ভূত সমস্যা;
(৩) সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল;
(৪) সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে যোগাযোগ;
(৫) উত্তরদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন;
(৬) বিবিধ।

৩.৪ উপাত্ত সংগ্রহ কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানঃ

উপাত্ত সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের সকল প্রশ্নমালা পূরণপূর্বক প্রশ্নমালার সঠিকতা যাচাই করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ের পর চূড়ান্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সকল তথ্যসংগ্রহকারী কর্তৃক নমুনাভুক্ত ৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহ কাজের পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তথ্য সংগ্রহকালে ব্যক্তি পরামর্শক এবং আইএমইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তথ্যসংগ্রহ কাজের তত্ত্বাবধান করা হয়।

৩.৫ ফোকাস গ্রুপ আলোচনাঃ

সীমিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ছকে প্রণীত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকে সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করা সব সময় সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এ ক্ষেত্রে Focus Group Discussion (FGD) তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী কৌশল। মোট ৮টি FGD অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের সংগে বৈঠকের মাধ্যমে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে FGD অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক , অভিভাবক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে আলোচনা করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.৬ **পরিদর্শনঃ**

পরামর্শক কর্তৃক ৭টি বিভাগের ৭টি জেলার ৯টি উপজেলার ১০টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয় **(পরিশিষ্ট-২**। এছাড়া আইএমইডি কর্তৃক নিয়োগকৃত ৫ জন তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক ১৪টি জেলার ২৮টি উপজেলার মোট ৬০টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে।

৩.৭ **উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নঃ**

মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ সম্পাদনা করে এবং চেকলিস্ট ও ফোকাস গ্রুপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্রক্রিয়াকরণের পর সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

৪.১। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** (প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে প্রাপ্ত মে, ২০১৫ পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

সারণী-৪.১ : প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন	জুন, ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৪-১৫ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের মে,২০১৫ পর্যন্ত অগগ্রতি		চলতি মে,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			মোট	আর্থিক	বাস্তব (অংগের %)	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (অংগের %)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১.	জনবল	৯	৩৫৮.৫৩	১৭৬.৫৩	--	৫৭.৪৫	--	৩০.৬৫	--	২০৭.১৮ (৫৮%)
০২.	কন্টিনজেন্সি	থোক	৩১২.০৭	১০৭.০৭	--	৫৬.৫৫	--	১৯.২৭	--	১২৬.৩৪ (৪০%)
০৩.	মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট (ফটোকপিয়ার ২টি, কম্পিউটার ২টি, এয়ারকন্ডিশন ২টি, ফ্যাক্স মেশিন ২টি)	১৩টি	১১.৬২	৫.৫৪	--	৬.০৮	৭	৪.৩১	--	১০.৩৯
০৪.	৫৬০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুনঃনির্মাণ ও ফার্নিচার সরবরাহ	৫৬০০টি বিদ্যালয়	১৬০৩৪৮.১০	১২৮৯২৭.০০	৪৯৮৪ (৮৯%)	৫২৫৯.৯২	১৬০টি (১০০%) নতুন ৫০০ (২০%)	৫২৫৯.৯২	১৪১ (১০০%)	১৩৪১৮৬.৯২ (৮৩.৭০%)
০৫.	প্রোফেশনাল ফি	@ ২.০০%	৩২৫৫.০৬	২৫৬৩.৭০	--	১২০.০০	--	৫৪.০০	--	২৬১৭.৭০
০৬.	প্রাইস এস্কেলেশন	@ ১.০০%	৮০১.৭৪	--	--	০.০০	--	--	--	০.০০
০৭.	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	@ ১.০০%	১৬০৩.৪৮	--	--	০.০০	--	--	--	০.০০
	মোটঃ	**--**	**১৬৬৬৯০.৬০**	**১৩১৭৭৯.৮৪**	**--**	**৫৫০০.০০**	**--**	**৫৩৬৮.১৫ (৯৭.৬০%)**	**৫৮%**	১৩৭১৪৮.০০ (৮২.২৪%)

প্রকল্পটির জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৩১৭৭৯.৮৪ (৭৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৯%। চলতি (২০১৪-১৫) অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৩৬৮.১৫ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থ বছরের মে, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ১৩৭১৪৭.৯৬ লক্ষ টাকা (৮২.২৪%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৩.৭৫%।

৪.২ **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ**

৪.২.১ **জনবল :**

প্রকল্পের আওতায় ৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদানের সংস্থান ছিল। তন্মধ্যে বর্তমানে ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয় এবং ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রেষণে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে প্রেষণে নিয়োজিত (যেমন- নির্বাহী প্রকৌশলী, একাউন্টেন্ট এবং কম্পিউটার অপারেটর) পূর্ব পদে চলে যাওয়ায় বর্তমানে ৩টি পদ খালি আছে এবং এর বিপরীতে ব্যয় নির্ধারিত ছিল ৩৫৮.৫৩ লক্ষ টাকা এবং মে, ২০১৫ পর্যন্ত এখাতে ব্যয় হয়েছে ২০৭.১৮ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫৮%।

৪.২.২ **কন্টিনজেন্সি:**

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে কন্টিনজেন্সি খাতে ৩১২.০৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। মে, ২০১৫ পর্যন্ত এখাতে ব্যয় হয়েছে ১২৬.৩৪ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দে ৪০%।

৪.২.৩ **মেশিনারিজ এন্ড ইকুইপমেন্টঃ**

প্রকল্পের আওতায় মেশিনারীজ এন্ড ইকুইপমেন্ট (ফটোকপিয়ার-২টি, কম্পিউটার-২টি, এয়ারকন্ডিশনার-২টি, ফ্যাক্স মেশিন-২টি) ক্রয় করা হয়েছে এবং ক্রয় কাজে পিপিআর ২০০৮ এবং পিপিএ ২০০৬ অনুসরণ করা হয়েছে। তবে মেশিনারিজগুলোর মধ্যে ১টি এসি ও দুটি ফটোকপিয়ার মেশিন ব্যবহার অনুপযোগী পাওয়া গেছে। বাকী যন্ত্রপাতিগুলো চালু আছে। এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১১.৬২ লক্ষ টাকা। মে, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় ১০.৩৯ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮০%।

৪.২.৪ **৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ:**

প্রকল্পের সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপিতে পূর্ত কাজ ও আসবাবপত্র সরবরাহ খাতে ৫৬০০টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, টিউবওয়েল স্থাপন, ল্যাট্রিন নির্মাণ বাবদ মোট বরাদ্দ ছিল ১৬০৩৪৮.১০ লক্ষ টাকা। মে, ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে ৫১৪৪টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, টিউবওয়েল স্থাপন, ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে। বাকী ৪৫৬টি বিদ্যালয়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এখাতে মোট ১৩৪১৮৬.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৮৩.৭০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৩.৭৫%।

৪.২.৫ **প্রফেশনাল ফি:**

প্রকল্পের সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রফেশনাল ফি ২% বাবদ ৩২৫৫.০৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। মে, ২০১৫ পর্যন্ত এ খাতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় দেখানো হয়েছে ২৬১৭.৭০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৮০%।

৪.২.৬ **প্রাইস এস্কেলেশন ফি:** প্রকল্পের সবশেষ অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রাইস এস্কেলেশন ফি বাবদ ৮০১.৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। মে, ২০১৫ পর্যন্ত এ খাতে কোন ব্যয় হয়নি।

৪.২.৭ **ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি ফি:**

প্রকল্পের সবশেষ অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রাইস এস্কেলেশন ফি বাবদ ১৬০৩.৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। মে, ২০১৫ পর্যন্ত এ খাতে কোন ব্যয় হয়নি।

৪.৩। **প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:**

সারণী-৪.২: লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)	মে,২০১৫ পর্যন্ত অর্জন (প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)	ব্যক্তি পরামর্শকের মন্তব্য
৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ	৫১৪৪টি বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	নমুনাভুক্ত ৭০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১টি বিদ্যালয়ের কাজ চলমান রয়েছে। ১৯টি বিদ্যালয়ে সুপেয় পানির সমস্যা, ৭টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রে সমস্যা , ৭টি বিদ্যালয়ে টয়লেট অকেজো, ৩টি বিদ্যা লয়ে জলছাদে পানি জমে , ৬টি বিদ্যালয়ে দরজা -জানালায় ভাঙ্গা ও খসে পড়া , ৯টি বিদ্যালয়ের মেঝে দেবে , ফেঁটে গেছে, আস্তর উঠে গেছে, ৩টি বিদ্যালয়ে দেয়াল, কলাম ও বীমে ফাঁটা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২টি বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমারী সরবরাহ করা হয়নি।
৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন;	৫১৪৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে;	
৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন;	৫১৪৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে;	
৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২৬৮৮০০ জোড়া উঁচু নিচু বেঞ্চ, ৩৩৬০০ টি চেয়ার এবং ২২৪০০টি টেবিল সরবরাহকরণ;	৫১৪৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২৪৬৯১২ জোড়া উঁচু নিচু বেঞ্চ, ৩০৮৬৪টি চেয়ার এবং ২০৫৭৬টি টেবিল সরবরাহকরণ; এবং	
৫৬০০টি স্টিলের আলমিরা সরবরাহ;	৫১৪৪টি স্টিলের আলমিরা সরবরাহ;	

পঞ্চম অধ্যায়

সমীক্ষার ফলাফল

৫.১ পূর্ত ও সরবরাহ কাজের গুণগত মানঃ

৫.১.১ নির্বাহী প্রকৌশলীঃ

সারাদেশের ৭টি বিভাগের নমুনাভুক্ত ১৪টি জেলার ১৪জন নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি-এর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলীর নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলীগণ সরাসরি নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে থেকে প্রকল্পের নির্মাণ ও সরবরাহ কাজ সম্পন্ন করে থাকেন।

(১) প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজ চলাকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি, যেমন- (ক) ক্যাশবই, (খ) ব্যাংক স্টেটমেন্ট, (গ) এলোকেশন ও ডিসবার্সমেন্ট দলিল, (ঘ) গুডস এর ক্ষেত্রে চালান ইত্যাদি উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডির অফিস কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়।

(২) পূর্ত ও সরবরাহ কাজের গুণগতমান সম্পর্কে নির্বাহী প্রকৌশলীগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া মাটি পরীক্ষা, অবকাঠামো ও স্থাপত্য নকশা নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট, বিভিন্ন পর্যায়ে সুপারভিশন এবং ভৌত ও সরবরাহ কাজের গুণগতমান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য **(পরিশিষ্ট-৩)**।

৫.১.২ উপজেলা প্রকৌশলী(এলজিইডি হতে প্রাপ্ত):

(ক) নমুনাভুক্ত ২৮টি উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি-এর নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, প্রকল্পের প্রারম্ভে দ্বিতল বিশিষ্ট টাইপ ভবন নির্মাণের সময় মাটি পরীক্ষা করার কোন সংস্থান ছিল না। ফলে উক্ত টাইপ ভবনের জন্য মাটি পরীক্ষা করা হয়নি।

(খ) ৪-৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ভবনগুলোতে মাটি পরীক্ষা করে অনুমোদিত নকশা অনুসারে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

(গ) নমুনাভুক্ত ৭০টি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ-এর প্রাক্কলিত মূল্য, টেন্ডার মূল্য এবং আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায়, ৬৯টি বিদ্যালয়ে আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% **(পরিশিষ্ট-৪)**।

(ঘ) দুটি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে (চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার সলকাটা এবং কুমিল্লা সদর উপজেলার বড় আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

(ঙ) দরপত্রে পিপিআর ২০০৮ ও পিপিএ ২০০৬ (সর্বশেষ) অনুসৃত হয়েছে;

(চ) দরপত্র বহুল প্রচারিত দুইটি দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত হয়েছে;

(ছ) দরপত্র প্রকাশ ও গ্রহণের মধ্যে ১৪/২১ দিন সময় ছিল , দরপত্র খোলার সময় বহি:সদস্য একজনসহ ৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিল;

(জ) প্রতিটি দরপত্রের মূল্য ১.০০ কোটি টাকার নিচে হওয়ায় দরপত্রসমূহ সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়নি।

(ঝ) বহিঃসদস্য হিসেবে কমপক্ষে ২জনসহ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ৫জন সদস্য উপস্থিতি ছিলেন।

৫.২ ক্রয় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

- পরিদর্শিত ৭০টি বিদ্যালয়ের (টয়লেট, টিউবওয়েল স্থাপন ও আসবাবপত্র সরবরাহসহ) নির্মাণ কাজ এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত নক্সা ডিজাইন ও প্রাক্কলন অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পিপিআর,২০০৮ ও পিপিএ,২০০৬ অনুসরণ করে দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। কার্যাদেশে প্রদত্ত নির্ধারিত সময় মাফিক ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সময় বর্ধনপূর্বক ৬৯টি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং ১টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নিম্নে ১২টি প্যাকেজের দরপত্র ও ঠিকাদার নিয়োগ পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হল-

ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম (দরপত্র ও ঠিকাদার নিয়োগ) পরিবীক্ষণ (প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন জেলায় মোট ১০টি প্যাকেজের উপর কেস স্ট্যাডি)

ক্র: নং	কাজের নাম	কাজ সম্পাদনের তারিখসমূহ -দরপত্র আহ্বান -দরপত্র খোলা -দরপত্রমূল্যায়ন -কার্যাদেশ -কাজ সমাপ্তি	দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম	সংখ্যা -বিক্রি -জমা/প্রাপ্তি -রেসপনসিভ	-দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে সদস্য সংখ্যা -দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বহিরাগত সদস্য সংখ্যা	-প্রাক্কলিত ব্যয় -প্রকৃত ব্যয়	কার্যাদেশ অনুমোদনকারী	নিয়োগকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(১)	নওয়াপাড়া মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর	- ১৩/১১/২০০৭ - ৩১/১২/২০০৭ - ১১/০১/২০০৮ - ২০/৩/২০০৮ - ১৯/২/২০০৯	বাংলাদেশ অবজারভার এবং দৈনিক সমকাল	- ৫ - ৫ - ৫	-৫ -২	১৫২৭০০০.০০ ১৪১৪১৬১.০০	প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি	মেসার্স যমুনা এন্টারপ্রাইজ
(২)	প্রেমবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর	- ১৩/১১/২০০৭ - ৩১/১২/২০০৭ - ১১/১/২০০৮ - ২০/৩/২০০৮ - ২৫/১/২০০৯	বাংলাদেশ অবজারভার এবং দৈনিক সমকাল	- ৬ - ৫ - ৫	-৫ -২	১৫২৭০০০.০০ ১২৮৩৭৭০.০০	প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি	মেসার্স বিষ্ণুপদ দাস
(৩)	গুলবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর	- ১৬/৯/২০০৭ - ২৮/১০/০৭ - ৮/১১/২০০৭ - ১৪/১১/২০০৭ - ২০/৪/২০০৮	দৈনিক আমার দেশ এবং ফাইন্যান্সসিয়াল এক্সপ্রেস	- ৪ - ৪ - ৪	-৫ -২	১৪০৭০০০.০০ ১৩৫২৯২০.০০	প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি	মেসার্স আব্দুস সামাদ
(৪)	কুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর	২১/১০/২০০৭ ১২/১২/২০০৭ ২/১/২০০৮ ১৩/০১/২০০৮ ২৫/৯/২০০৯	বাংলাদেশ অবজারভার এবং দৈনিক আমার দেশ	- ৬ - ৬ - ৬	-৫ -২	১৫৫০০০০.০০ ১৩২৮৬৮১.০০	প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি	মেসার্স আব্দুস সামাদ
(৫)	কোনাবাড়ী, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	২০/১০/২০০৯ ২৪/১১/২০০৯ ০৮/১২/২০০৯ ০৩/০৩/২০১০ ২৮/০৯/২০১০	বাংলাদেশ অবজারভার এবং দৈনিক আমার দেশ	-৪ -৪ -৪	-৫ -২	২৭৫২০০০ ২৭২২৭৩৭	প্রধান প্রকৌশলী	মেসার্স খান কন্সট্রাকশন
(৬)	চন্দ্রাকুমার, বালাগঞ্জ, সিলেট	১৫/০৯/২০১১ ২৮/০৯/২০১১ ০৪/১০/২০১১ ২০/১১/২০১১ ২০/০৫/২০১২	বাংলাদেশ অবজারভার এবং দৈনিক আমার দেশ	-৬ -৬ -৬	-৫ -২	৩৯০৫০০০ ৩৯৩৫০০০	প্রধান প্রকৌশলী	মেসার্স জে আর এন্টারপ্রাইজ

(৭)	তাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বালাগঞ্জ, সিলেট	২১/১১/২০১১ ১০/১১/২০১১ ১৩/১১/২০১১ ০৩/০১/২০১২ ২৯/০৬/২০১২	বাংলাদেশ অবজারভার এবং দৈনিক আমার দেশ	-৩ -৩ -৩	-৫ -২	২৬৩৩৫০০ ২৫৮১৯৪৪	প্রধান প্রকৌশলী	মেসার্স মাহফুজ ট্রেডার্স
(৮)	জালালপুর, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাতক, সুনামগঞ্জ	২৪/১২/২০০৯ ০৬/০১/২০১০ ১৪/০১/২০১০ ০১/০২/২০১০ ১০/০১/২০১১	বাংলাদেশ অবজারভার এবং দৈনিক আমার দেশ	-৩ -৩ -৩	-৫ -২	২৩৬৭০০০ ২৩০৫৩০০	প্রধান প্রকৌশলী	মেসার্স তারেক এন্টারপ্রাইজ
(৯)	আলমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কুমিল্লা সদর	১২/০২/২০১২ ২৯/০২/২০১২ ১৪/০৩/২০১২ ২০/০৩/২০১২ ২৭/১১/২০১২	বাংলাদেশ অবজারভার এবং দৈনিক আমার দেশ	-১০ -১০ -১০	-৫ -২	৩৯৯৫০০০ ৩৯৯০০০০	প্রধান প্রকৌশলী	মেসার্স লোকমান ট্রেডার্স
(১০	মিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিলেট	০৬/১১/২০০৯ ২৬/১১/২০০৯ ০৭/১২/২০০৯ ০৯/০২/২০১০ ০২/০৬/২০১১	বাংলাদেশ অবজারভার এবং দৈনিক সমকাল	-৩ -৩ -৩	-৫ -২	২৬৪৬৪২২ ২৬৪৩৮০৮	প্রধান প্রকৌশলী	মেসার্স মেঘনা এন্টারপ্রাইজ
(১১)	রতন কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ	২১-১০-২০০৯ ০৮-১১-২০০৯ ৩০-১২-২০০৯ ০৮-০২-২০১০ ১৩-১১২০১০	দৈনিক মানব জমিন এবং নিউজ টুডে	-৩ -৩ -৩	-৫ -২	২৭৫২০০০.০০ ২৭৫১৯৬৮.০০	প্রধান প্রকৌশলী	মেসার্স জহুরুল ইসলাম
(১২)	যুগনীদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ	২১-১০-২০০৯ ০৮-১১-২০০৯ ৩০-১২-২০০৯ ১০-০৩-২০১০ ২৫-১২-২০১০	দৈনিক মানব জমিন এবং নিউজ টুডে	-৪ -৪ -৪	-৫ -২	২৭৫২০০০.০০ ২৭৫১৯৪৯.০০	প্রধান প্রকৌশলী	মেসার্স দীপ্ত এন্টারপ্রাইজ

নিম্নে একটি প্যাকেজের পূর্ণাঙ্গ কেইস স্টাডির বিবরণ দেয়া হল-

(১) **কাজের নাম:** নোয়াপাড়া মডেল এ প্রেমবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার

(২) **টেন্ডার আহ্বানকারী কর্মকর্তার নাম:** মোঃ শরিফুল ইসলাম খান, উপজেলা প্রকৌশলী, অভয়নগর যশোর।

(৩) টেন্ডারের স্মারক নং-এলজিইডি/ইউই/এবিএইচ/২০০৭/৫৯৬, তারিখ- ১৩-১১-২০০৭

(৪) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দৈনিক পত্রিকায় নাম : বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক আমার দেশ।

(৫) পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি)-তে অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণের বিবরণ নিম্নরূপ (উপজেলা পর্যায়ে):

(ক) উপজেলা প্রকৌশলী, অভয়নগর উপজেলা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী বিভাগ, আহ্বায়ক

(খ) সহকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী, অভয়নগর উপজেলা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী বিভাগ,সদস্য-সচিব

(গ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, অভয়নগর উপজেলা, সদস্য

(ঘ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, অভয়নগর উপজেলা, সদস্য

(ঙ) সহকারী/উপসহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সদস্য

কেইস স্টাডির ফলাফলঃ

(১) বিজ্ঞপ্তিতে গুডস হিসেবে প্রকাশিত আইএফটি বোধগম্য নয়। কারণ উল্লিখিত কাজের ধরন ওয়ার্কস ক্যাটাগরীর হলেও গুডস ক্যাটাগরীতে হয়েছে সুতরাং কাজের ধরণ অনুযায়ী টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি।

(২) প্রেমবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টেন্ডার ওপেনিং সীটের তথ্য অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, মোট ৬টি দরপত্র জিপিএসআরআরটি/ পিডব্লিউডি-১/৪০৫ নম্বর প্যাকেজে জমা পড়ে। টেন্ডার ওপেনিং কমিটি (১) মেসার্স সেভেল ইলেভেন, নোয়াপাড়া এবং (২) রাহা এন্টারপ্রাইজ, শিরোমনী, খুলনা- এ দাখিলকৃত দরপত্রে গাণিতিক সংশোধনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি জমাকৃত দরপত্রে উল্লিখিত দুটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসহ আরো একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স যমুনা এন্টারপ্রাইজ, অভয়নগর, যশোর-কে গাণিতিক সংশোধন করেছেন যা টেন্ডার ওপেনিং কমিটির বক্তব্যের সাথে অসমাঞ্জস্যপূর্ণ।

(৩) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ্য, টেন্ডার সিকিউরিটির পরিমাণ এর সহিত ওপেনিং সীটে প্রদর্শিত টেন্ডার সিকিউরিটির কোন মিল নেই।

কেইস স্টাডির সুপারিশঃ

(ক) দরপত্রটি ছিল ওয়াকর্স ক্যাটারির। কিন্তু সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তিতে গুডস উল্লেখ করা হয়েছে যা বিধি সম্মত নয়।

(খ) টেন্ডার ওপেনিং সীটের সাথে ইভ্যালুয়েশন সীটের গড় মিল গ্রহণযোগ্য নয়।

(গ) দরপত্রটিতে প্রদর্শিত জামানতের পরিমাণের সাথে ওপেনিং সীটের জমাকৃত জামানতের গড়মিল থাকা উচিত নয়।

৫.৩ ভৌত কাজের গুণগত মান :

প্রতিটি বিদ্যালয়ে তিনটি শ্রেণীকক্ষসহ একটি সিঁড়িঘর বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৪৮ জোড়া উচু নিচু বেঞ্চ, ৬টি চেয়ার, ৪টি ও ১টি করে স্টিলের আলমিরা সরবরাহ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের জন্য ১২ ধরনের টাইপ ডিজাইনের মধ্য হতে প্রয়োজনমাফিক একটি ডিজাইন অনুসরণ করে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি ১তলা ভবনের আয়তন ১৮০০-২০০০ ব:ফুট এবং ২য় তলা ভবনের ক্ষেত্রে ৩৬০০-৪০০০ ব:ফুট বিশিষ্ট। ভৌত কাজের গুণগত মান-এর বিভাগওয়ারী বিবরণ **(পরিশিষ্ট-৬)**।

নমুনাভুক্ত ৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ কমপক্ষে ১ থেকে ৫ বছর পূর্বে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাই পরিদর্শনের সময় কোন নির্মাণ সামগ্রী দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় মাঠ পর্যায় থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন সুযোগ পাওয়া যায়নি। ফলে নির্মিত ভবনগুলো নির্মাণ পরবর্তী বিদ্যমান অবস্থায় নির্মাণের গুণগত মান পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। সার্বিকভাবে ভবনগুলো প্রণীত ড্রয়িং ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়া যায়।

ভবন নির্মাণকালীন সময়ে সম্পাদিত নিম্নবর্ণিত টেস্টসমূহের রিপোর্ট সংগ্রহ করে সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক ভবনের নির্মাণ সামগ্রীর মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়। যে সকল নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয় সেগুলোর বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

বিদ্যালয়ের নাম	পরীক্ষার বিবরণ	নূন্যতম যোগ্যতা	ফলাফল	মন্তব্য
গোপের হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরিশাল সদর উপজেলা	Compressive strength test of concrete;	2500 PSI	3042.8 PSI	প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে
	Compressive strength test of Cement;	2500 PSI	2963 PSI	
	FM test of local sand	FM 1.2	FM 1.5	
	FM test of course sand	FM 2.50	FM 2.59	
	Compressive strength test of Brick;	2000 PSI	2507 PSI	
	Water absorption test of Brick	15%	14.72%	
কাজীপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলা	Compressive strength test of Brick;	2000 PSI	2330 PSI	
	Tensile strength test of M.S bar.	600 Mpa	632 Mpa	
	Consistency and time of setting test	Inl. Setting time 45 min Final setting 340 min.	Inl. Setting time 154 min Final setting 255 min.	
	Compressive strength test of Cement;	2500 PSI	3250 PSI	
যুগনীদহ	Compressive strength test of Brick;	2000 PSI	2250 PSI	
	Water absorption test of Brick	15%	16.05%	
	FM test of local sand	1.00	1.05	
	Tensile strength test of M.S bar.	600 Mpa	632.4 Mpa	
	Compressive strength test of Cement;	2500 PSI	3125 PSI	

প্রাপ্ত তথ্য বিবরণী হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাপ্ত নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট রিপোর্ট এর ফলাফল যথাযথ মানসম্পন্ন।

৫.৪। উপজেলা শিক্ষা কমকর্তাঃ

৫.৪.১ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটরিং সংক্রান্ত তথ্যঃ

১) শতভাগ বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষা উপযোগী,

২) শতকরা ৫৭ ভাগ বিদ্যালয়ে এখনও শ্রেণীকক্ষের সংকট রয়েছে,

৩) শতকরা ৭৪ ভাগ বিদ্যালয়ে সুপেয় পানির ব্যবস্থা রয়েছে,

৪) শতকরা ৭৪ ভাগ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের সংকট রয়েছে,

৫) শতকরা ৬৪ ভাগ বিদ্যালয়ে টয়লেট-এর সুব্যবস্থা রয়েছে এবং

৬) শতকরা ১০০% বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আগমনে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ প্রতি বছর মোট বিদ্যালয়ের গড়ে ৩০% বিদ্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন।

প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুবিধা/অসুবিধা সম্পর্কে মতামত:

চার্ট নং-১

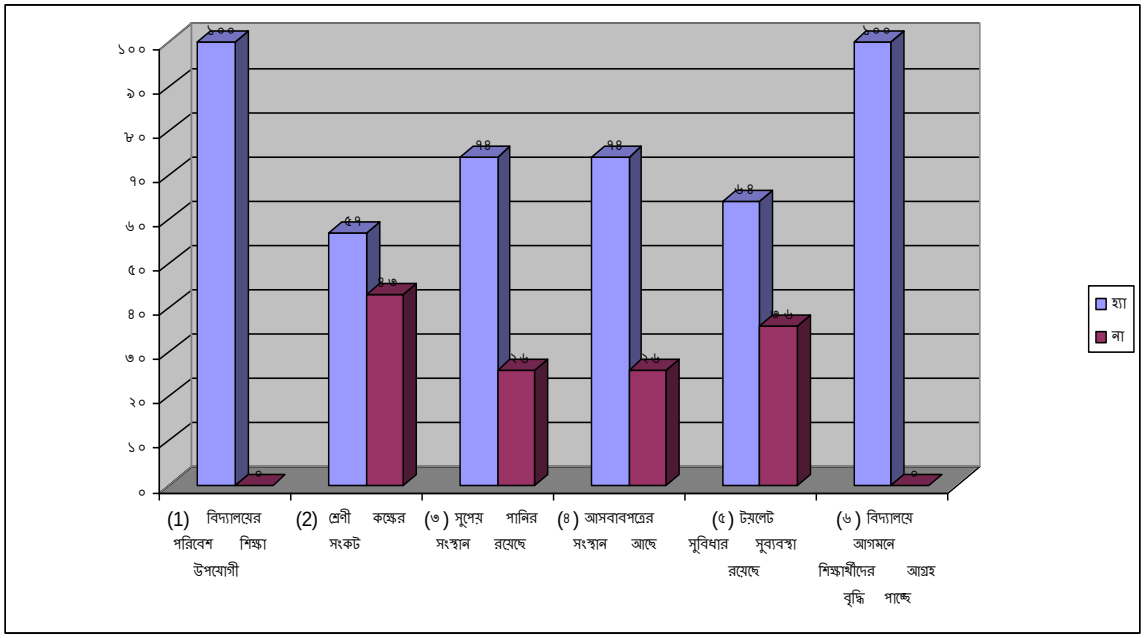

৫.৪.২ বিগত ৪ বৎসরে সমাপনী পরীক্ষার তথ্যঃ

চার্ট নং-২ : সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার

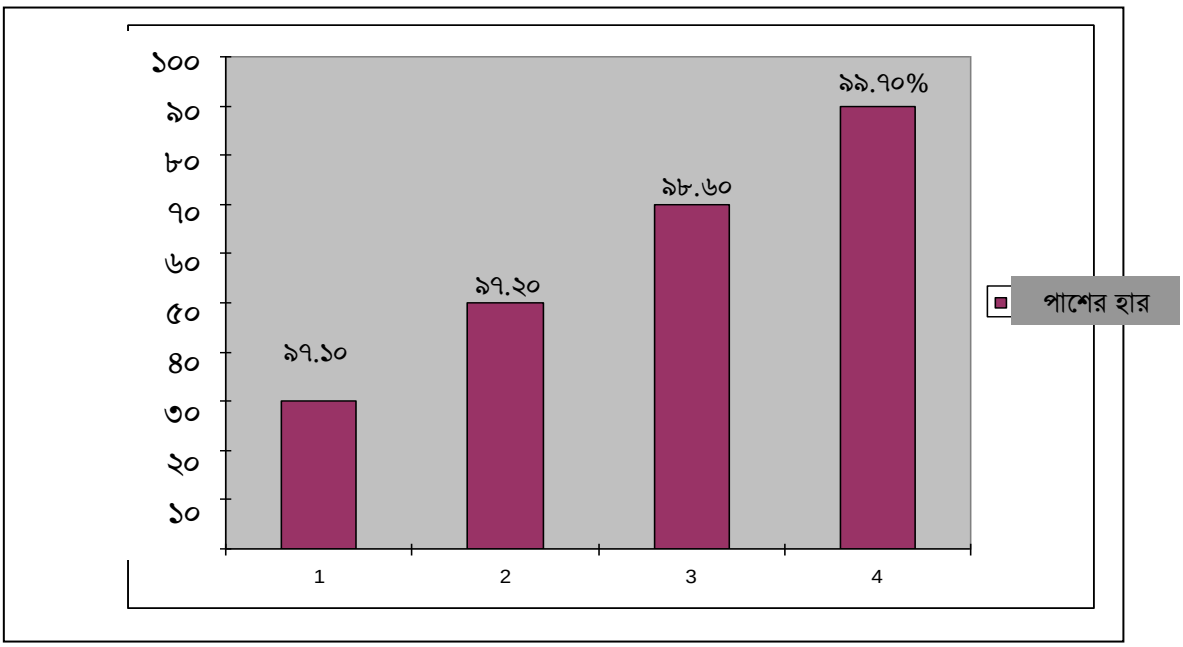

নমুনাভুক্ত বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় গত ৪ বছরের তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১১ সালে পাশের হার ৯৭.১০%, ২০১২ সালে পাশের হার ৯৭.২০, ২০১৩ সালে ৯৮.৬০ থাকলেও ২০১৪ সালে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯.৭০% এ উন্নীত হয়েছে।

৫.৪.৩ আসবাবপত্রের গুণগত মান সম্পর্কিত :

চার্ট নং-৫.৬ :

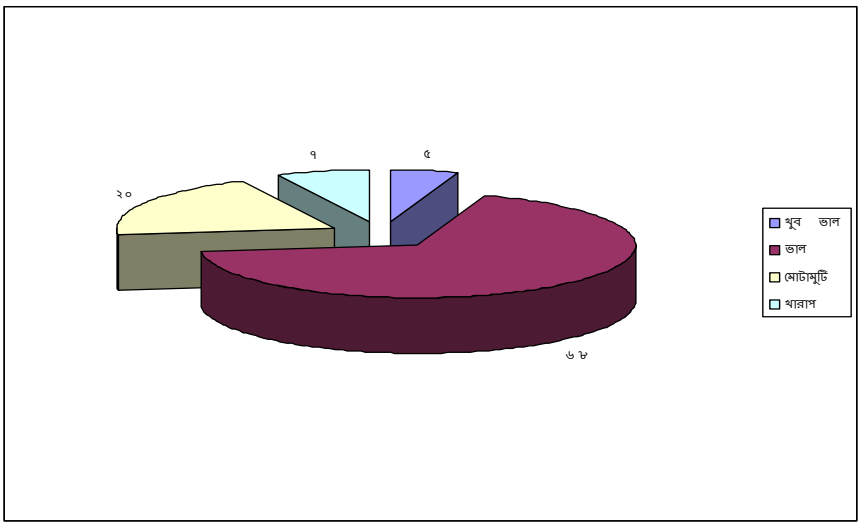

নমুনাভুক্ত ৭০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে দুটি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় আসবাবপত্র সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি । প্রকল্পের আওতায় প্রদেয় আসবাবপত্রের গুণগত মান খুব ভাল ৫%, ভাল ৬৮%, মোটামুটি ভাল ২০% এবং খারাপ ৭%। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, নির্মিত ভবনের গুণগত মান মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও কতিপয় বিদ্যালয়ে বেশকিছু ত্রুটি/বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের ফলে পাঠদানে তা সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এর ফলে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে সার্বিক পরিবেশগত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

৫.৪.৪ **বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

প্রধান শিক্ষকগণ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ভবনের গুণগতমান সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেছেন-

১) প্রকল্পের মা ধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাদি প্রাপ্তির ফলে ছাত্রীদের বার্ষিক ফলাফলে উন্নতি হয়েছে,

২) সুপেয় পানি র সুব্যবস্থা হয়েছে,

৩) টয়লেট সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে ,

৪) প্রাপ্ত সুবিধাদির ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে,

৫) ছাত্র-ছাত্রীদের বসার সংস্থান হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে,

৬) মাত্র ১০% বিদ্যালয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ব্যবস্থা আছে।

৭) আসবাবপত্রের গুণগতমান সম্পর্কে নমুনাভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৭টি বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের গুণগতমান ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলো হলো- সাভার উপজেলার দোসাইদ এবং কেরানীগঞ্জের নয়াবাজার, সিরাজগঞ্জের কামারখন্দের কাজিপুরা, শাহজাদপুরের কাতানকান্দি দক্ষিণ ও যুগনি ঢাকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উল্লেখ্যোগ্য।

৫.৪.৫ **ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

নমুনাভুক্ত ৭০টি বিদ্যালয় থেকে ২১০ জন ছাত্রছাত্রীর নিকট থেকে তথ্য /উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্র/ছাত্রীর কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকারপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে দেয়া হলঃ

১) শতভাগ বিদ্যালয়ে আগমনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে,

২) ৭৪% বিদ্যালয়ের সুপেয় পানি পাচ্ছে,

৩) ৬৪% বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত টয়লেট ব্যবস্থা হয়েছে,

৪) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা প্রাপ্তির ফলে শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়ন ঘটেছে এবং

৫) পূর্বের তুলনায় নিয়মিত উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

Focus Group Discussion (FGD) সংক্রান্ত তথ্য

চিত্র: ফুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাভার ও নয়াবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় কর্মকর্তাবৃন্দ

৬.১ Focus Group Discussion (FGD) সংক্রান্ত তথ্যঃ

নমুনাভুক্ত ৭০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মোট ৮টি বিদ্যালয়ে এফজিডি সেশনের আয়োজন করা হয়, নির্ধারিত সময়ে বিদ্যালয় অঙ্গনে এফজিডির সেশনে প্রকল্পের সুবিধাভোগী অভিভাবকবৃন্দ , বিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এসএমসি) সভাপতি, প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন , প্রতিটি ফোকাস গ্রুপ আলোচ না ১-২ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল , প্রতি সেশনে ৮-১২ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। ফোকাসগুপের জন্য নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহ এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা **(পরিশিষ্ট-৫)**।

৬.২ ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় প্রাপ্ত ফলাফলঃ

ক) বিদ্যালয়ে তিন কক্ষ বিশিষ্ট নির্মিত শ্রেণীকক্ষ কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে;

খ) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা পেয়ে এলাকার শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মত প্রকাশ করেন;

গ) প্রকল্পের প্রদত্ত ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সুবিধা ব্যবহারের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য সাফল্যজনকভাবে অর্জিত হবে বলে অভিভাবকগণ মত প্রকাশ করেন।

ঘ) শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলে মনে করেন।

সপ্তম অধ্যায়

প্রকল্পের সবল দিক ও দুর্বল দিক

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি/সফলতা এবং দুর্বলতা চিহ্নিত করা। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রকল্প সুবিধাভোগী সকলের নিকট থেকে প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে প্রকল্পের সফল দিক ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

৭.১ প্রকল্পের সবল দিকঃ

৭.১.১ বিদ্যালয়গুলোতে অন্যান্য বছরের তুলনায় নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে,

৭.১.২ বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.১.৩ শিক্ষার পরিবেশে উন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে গমনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে;

৭.১.৪ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের সংকট অনেকোংশে দূর হয়েছে।

৭.১.৫ সুপেয় পানির সংস্থান অনেকাংশে সুব্যবস্থা হয়েছে।

৭.১.৬ শিক্ষার্থীদের বসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

৭.১.৭ টয়লেট সুবিধা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের দুর্বল দিকঃ

৭.২.১ **প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবঃ** নির্মিত বিদ্যালয় ভবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন আর্থিক খাত না থাকায় ভবনগুলো রক্ষণাবেক্ষণ বিঘ্নিত হচ্ছে। ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত সংস্কার না করার কারণে ভবনের স্থায়িত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে।

৭.২.২ **মাটি পরীক্ষা না করে ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণঃ** নমুনাভুক্ত ৭০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৩টি বিদ্যালয়ে মাটি পরীক্ষা ছাড়াই ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে মাটি পরীক্ষার সংস্থান না থাকায় মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীগণ মাটি পরীক্ষা ছাড়াই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন।

৭.২.৩ **মাঠ পর্যায়ে তদারকি জোরদার না করাঃ** প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে সমগ্র বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়সমূহের নির্মাণ কাজ মনিটরিং-এর অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

৭.২.৪ **নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট রিপোর্ট অপ্রাপ্তিঃ** নির্মাণ সামগ্রীর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার নমুনা অনুমোদিত কর্মকর্তার মাধ্যমে পরীক্ষাগারে অনেক ক্ষেত্রে প্রেরণ নিশ্চিত হয় না। যেমন- মাগুরা জেলার শালিকা উপজেলার সীমাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট sample সীল ছাড়াই নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়।

চিত্র: সাভারের দোসাইদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে জমে থাকা পানি।

৭.২.৫ **ছাদে পানি জমাঃ** নমুনাভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৩টি বিদ্যালয়ে যেমন- সাভার উপজেলার দোসাই ও আশুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা নিশ্চিতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে পানি জমে থাকতে দেখা গেছে। ভবিষ্যতে আরসিসি ছাদে পানি জমে থাকতে থাকতে কংক্রিট-এর রডগুলোতে মরিচা ধরে আরসিসি ছাদ নষ্ট হবে।

চিত্র: কেরানীগঞ্জ উপজেলার বারইকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেঝে ফেটে গেছে।

৭.২.৬ **ভবনের মেঝে দেবে যাওয়াঃ** নমুনাভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ১২টি বিদ্যালয়ে মেঝে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন-কেরানীগঞ্জ উপজেলার বারইকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাজীপুর জেলার পাবৈর, টোক ও কাপাসিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুমিল্লা সদর উপজেলার কালিরবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিলেট জেলার সদর উপজেলার জাতীয় শিক্ষা কে ন্দ্র, মিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোরের অভয়নগর প্রেমবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরিশাল সদর উপজেলার চর আইচা এবং বাবুগঞ্জের

চরজাহাপুর এবং পটুয়াখালী জেলার গলাচিপার উত্তরপূর্ব পানপট্টি **সরকারি** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষের মেঝে দেবে গেছে। দেবে যাওয়া এবং বড় ধরনের গর্ত হয়ে যাওয়া এবং আস্তর উঠে যাওয়া শ্রেণীকক্ষগুলোতে শ্রেণীর স্বাভাবিক কাজকর্ম করা কঠিন হয়ে উঠছে।

ছবি : নয়বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত দরজা ও জানালা।

৭.২.৭ **ভবনের দরজা জানালায় ত্রুটিঃ** নমুনাভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৫টি বিদ্যালয়ে দরজা জানালায় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেরানীগঞ্জের নয়াবাজার ও চারিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার শ্রীপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় , সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি। ত্রুটিযুক্ত দরজা শিক্ষার্থীদের দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে।

৭.২.৮ **ব্যবহার অনুপযোগী টয়লেটঃ** নমুনাভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৭টি বিদ্যালয়ে টয়লেট একেবারেই ব্যবহার অনুপযোগী। এর মধ্যে উল্লেখযো গ্য হচ্ছে বরিশাল সদর উপজেলার চর আইচা , গোপের হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাবুগঞ্জের চরজা হাপুর **সরকারি** প্রাথমিক বিদ্যালয় উল্লেখ্যযোগ্য। অকেজো অবস্থায় আছে ২২টি বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত।

৭.২.৯ **সুপেয় পানির সমস্যাঃ** সাভারের রেডিও কলোনী ও গাজীপুর সদরের আমবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়নি এবং গাজীপুর সদরের ভোগড়া , চট্টগ্রামের বাঁশখালী মানিকপাঠান , যশোরের শ্রীপুরে ছাবিনগর, বরিশালের চরআইচা, পটুয়াখালীর গলাচিপার গজালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি।

চিত্র: কেরাণীগঞ্জের চারিগ্রাম,বাড়ইকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ত্রুটিপূর্ণ আসবাবপত্র এবং অগোছালোভাবে রাখা নষ্ট হওয়া ফার্নিচার।

৭.২.১০ **নিম্নমানের আসবাবপত্র সরবরাহঃ** নমুনাভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৫টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের মান নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে সাভার উপজেলা র চাকুলিয়া, দোসাইদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার কাজিপুরা , শাহজাহাদপুর উপজেলার কাতানকান্দি এবং যুগনিঢাহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি। উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলোতে সরবরাহকৃত আসবাবপত্র শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করতে অসুবিধা হচ্ছে। কেরানীগঞ্জের চারিগ্রাম ১টি স্টিলের আলমিরা , ৩টি চেয়ার ও ১টি টেবিল কম সরবরাহ করা হয়েছে এবং নয়াবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি স্টিলের আলমিরা ও ২টি চেয়ার কম সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ের জরুরী কাগজপত্র সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার মাসুন্দি ম্যাবজান সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৮ জোড়া উঁচুনিচু বেঞ্চ সরবরাহের কথা থাকলেও মাত্র ৩৮ জোড়া সরবরাহ করা হয়েছে। বাকী ১০ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ না করার কারণে শিক্ষার্থীদের বসার স্থান সংকুলান হচ্ছে না।

৭.২.১১ **বৈদ্যুতিক কাজ সম্পন্ন না হওয়াঃ** সাভার উপজেলার ফুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ বৈদ্যুতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৭.২.১২ **বিদ্যালয় সংলগ্ন বাজারঃ** যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার নোয়াপা ড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বাজার সংলগ্ন হওয়ায় শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

৭.২.১৩ **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীঃ** বর্তমানে প্রকল্পটিতে ৯ম তম প্রকল্প পরিচালক কর্মরত আছেন। প্রকল্পটিতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৭.২.১৪ **RAMP –এর অনুপস্থি তিঃ** অনেক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য RAMP নির্মাণ করা হয়নি। প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য সকল বিদ্যালয় ভবনে RAMP নির্মাণ অন্তর্ভুক্তি ছিল না। এটি ডিজাইনগত দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৭.২.১৫ **প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ক্ষেপণঃ** প্রকল্পটির জুলাই, ২০০৬ থেকে শুরু হয়ে জুন ,২০১১ তে সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পটি এ পর্যন্ত তৃতীয়বার সংশোধিত হয়ে সর্বশেষ জুন , ২০১৬ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নের ১০০% সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এটি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায়। যা এ ধরনের একটি সহজ নির্মাণধর্মী প্রকল্পের জন্য অনভিপ্রেত। প্রটোটাইপ ডিজাইন দ্বারা প্রকল্পের কাজ শুরু করা হলে মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় ভবনের পূর্বের structure এবং ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাস্তবতার ভিত্তিতে ডিজাইন পরিবর্তন করা এবং অতিরিক্ত ৫০০টি বিদ্যালয় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির কারণে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

অষ্টম অধ্যায়

সুপারিশমালা

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সংশোধনযোগ্য সুপারিশঃ

৮.১ প্রতিটি বিদ্যালয়ের পাঠদান নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে প্রতিটি শ্রেণী কক্ষের প্রয়োজন অনুসারে উঁচু নিচু বেঞ্চ সহ প্রকল্প সংস্থান অনুযায়ী সকল আসবাবপত্র সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত নষ্ট হয়ে যাওয়া উঁচু-নিচু বেঞ্চ মেরামত করতে হবে।

৮.২ যে সকল বিদ্যালয়ের ছাদে পানি জমে থাকে সে সকল বিদ্যালয়ের ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য নিষ্কাশন পাইপ পরিষ্কার রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮.৩ যে সকল বিদ্যালয় ভবনের দরজা বেঁকে, ভেঙ্গে ও খসে পড়েছে সেগুলো যথাযথভাবে মেরামত ও সংস্কার করতে হবে, এছাড়া যেসব বিদ্যালয়ের ফ্লোর ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে তা জরুরীভিত্তিতে মেরামত ক রতে হবে এবং বিনষ্ট টয়লেট সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮.৪ পরিদর্শিত যেসব বিদ্যালয়ে এখনও সুপেয় পানির ব্যবস্থা হয়নি , সে সকল বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন করে অথবা সংস্কার করে সুপেয় পানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮.৫ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের অন্তরায়। তাই ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করতে হবে।

ভবিষ্যতে সমধর্মী প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুপারিশঃ

৮.৬ নির্মাণ পরবর্তী সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

৮.৭ মাটি পরীক্ষা ছাড়া ভবন নির্মাণ ঝুঁকিপূর্ণ। ভবিষ্যতে ভবন নির্মাণের পূর্বে মাটি পরীক্ষা করে মাটির ধারণক্ষমতা নিরুপণ করে ভবন নির্মাণের কাজ করা সমীচীন হবে।

৮.৮ শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনা করে সকল বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র তিন কক্ষ বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ না করে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

৮.৯ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের তদারকি জোরদার করতে হবে।

৮.১০ ফুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাভারসহ প্রকল্পের আওতাভুক্ত যেসব বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বৈদ্যুতিক কাজ করা হয়নি। সেসকল বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৮.১১ যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার নোয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ যেসব বিদ্যালয় বাজার সংলগ্ন সেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা পরিবেশ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সীমা না প্রাচীর নির্মাণ করা প্রয়োজন।

৮.১২ ভবিষ্যতে প্রকল্পের ভবনের নক্সা প্রণয়নের সময় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য RAMP নির্মাণের সংস্থান রাখতে হবে।

৮.১৩ ভবিষ্যতে দরপত্রে ওয়াকর্স ক্যাটারির স্থানে গুডস্ উল্লেখ করা, টেন্ডার ওপেনিং সীটের সাথে ইভ্যালুয়েশন সীটের গড় মিল ইত্যাদি ধরনের সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিহার করতে হবে।

উপসংহার

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার করে শিক্ষার মান উন্নয়নে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রকল্পটি যথারীতি এর উদ্দেশ্য প্রতিপালন করে কার্যক্রম পরিচালিত করছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পটি এ পর্যন্ত তৃতীয়বার সংশোধন করা হয়েছে যা এ ধরনের একটি সহজ নির্মাণধর্মী প্রকল্পের জন্য অনভিপ্রেত। প্রকল্প পরিচালক ও এলজিইডি উভয়ের মধ্যে অংগভিত্তিক কাজে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের সিপিএম অনুসরণ করে কাজের মান বজায় রেখে বাকী কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে নির্ধারিত মেয়াদকাল অর্থাৎ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে যাবতীয় কাজ সম্পাদনপূর্বক প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়।